গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়

‘বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন - টেকসই উন্নয়ন’

জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০১৯

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস ২০১৯’ উদ্‌যাপিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতীয় বস্ত্র দিবসের প্রতিপাদ্য ‘বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন-টেকসই উন্নয়ন’ বর্তমান প্রেক্ষাপটে যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

মানুষের মৌলিক চাহিদার একটি হলো বস্ত্র। বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি। স্বাধীনতার পর জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বস্ত্র ও পাট খাতকে জাতীয়করণ করে এ খাতকে সমৃদ্ধ করার উদ্যোগ নেন। বর্তমানে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ পোশাক শিল্প থেকে অর্জিত হচ্ছে। গ্রামীণ দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বস্ত্র ও পোশাক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পোশাক খাতের অগ্রগতিকে টেকসই করতে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘বস্ত্র নীতি ২০১৭’ ও ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’। বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বর্তমানে ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট ও ৪২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালিত হচ্ছে। অধিকন্তু এ ধরণের আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। পরিবেশবান্ধব বস্ত্র শিল্প স্থাপন, বস্ত্র খাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ এবং এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সমন্বিত প্রচেষ্টা চালাতে আমি মালিক-শ্রমিকসহ পোশাক খাত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহবান জানাচ্ছি।

বস্ত্রশিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের। ঢাকাই মসলিন ও জামদানি, টাঙ্গাইলের তাঁত, কুমিল্লার খাদী, রাজশাহীর সিল্ক কিংবা মিরপুরের বেনারসী শিল্প আমাদের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। এসব শিল্পের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে-এ প্রত্যাশা করি।

আমি ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

মন্ত্রী
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে প্রথমবারের মতো ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে ‘বস্ত্রখাতের বিশ্বায়ন-টেকসই উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রতিপাদ্য নিয়ে ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করায় আমি আনন্দিত। এই আয়োজন উপলক্ষে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। দেশীয় কাঁচামালভিত্তিক শিল্পায়নের ধারা জোরদার করে কৃষি ও শিল্পখাতের যুগপৎ উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করাই ছিল বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন। এ লক্ষ্যে তিনি পরিত্যক্ত কল-কারখানা জাতীয়করণ করে দেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর রক্ত ও আদর্শের সুযোগ্য উত্তরাধিকার, বিশ্ববরেণ্য নেতা ও মানবতার মাতা খ্যাত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়নের লক্ষ্যে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শিল্পসমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার পথে অগ্রসর হচ্ছেন। এজন্য তিনি রূপকল্প-২০২১ ও রূপকল্প-২০৪১ ঘোষণা করে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধির কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে নিয়ে যেতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ফলে বাংলাদেশ দ্রুত উন্নয়নের মহাসড়ক ধরে এগিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের চলমান ধারা অব্যাহত রেখে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প বাস্তবায়ন হবে বলে আমার বিশ্বাস।

দেশের শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষত বস্ত্রখাত হতে বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ অর্জিত হয়। বর্তমান সরকার উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব বস্ত্র ও পোশকখাত বিকশিত করে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষম একটি শক্তিশালী বস্ত্র ও পোশাকখাত তৈরি করার জন্য ‘বস্ত্রনীতি ২০১৭’ ও ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও বস্ত্র পরিদপ্তরকে ইতোমধ্যে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। বস্ত্রখাতের জন্য দক্ষ মানবসম্পদ সরবারাহ করার জন্য সরকারি পর্যায়ে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট, তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং ফ্যাশন ডিজাইন ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। এ ধরনের আরো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে। এর মাধ্যমে বস্ত্রখাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে উঠবে এবং বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে।

সরকারের গৃহীত নীতিমালা ও পরিকল্পনাকে কাজে লাগিয়ে বস্ত্রখাতের রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণ, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, পরিবেশ রক্ষা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশকে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলায় পরিণত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অব্যাহত থাকবে বলে, আমি বিশ্বাস করি।

আমি, বস্ত্রখাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের সমন্বিত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠেয় ‘‘বস্ত্র দিবস-২০১৯’’ উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, এমপি)

সচিব
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

সম্ভাবনাময় বস্ত্র শিল্পের টেকসই উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সরকার প্রথমবারের মতো ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতীয় বস্ত্র দিবস উদযাপন করতে যাচ্ছে, যা এ শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য আনন্দের।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের বাংলাদেশ বিনির্মাণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশের অগ্রগমনে দেশের বস্ত্রখাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে ব্যাপক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার যোগানে এ খাতের অবদান সর্বজনবিদিত।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা সক্ষম শক্তিশালী বস্ত্র ও পোশাকখাত গড়ে তোলাই সরকারের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বস্ত্রখাতের উৎপাদনশীলতা, কর্মসংস্থান, রপ্তানি ও বিনিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে নিরাপদ পরিবেশ বান্ধব বস্ত্র ও পোশাকখাত বিকশিত করতে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী বস্ত্র শিক্ষা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টির পাশাপাশি বস্ত্রশিল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ও কারিগরী জ্ঞানের সমাবেশ ঘটিয়ে বস্ত্রখাতকে বিশ্বায়নের পথে এগিয়ে নিতে এ মন্ত্রণালয় সার্বিক কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

বস্ত্র শিল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে সরকার ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ জাতীয় বস্ত্র দিবস ঘোষণা করেছে। বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় প্রথমবারের মতো দিবসটি উদযাপন করতে যাচ্ছে। এ উদযাপন প্রক্রিয়ার আয়োজক হিসেবে দায়িত্ব পালন আমাদের জন্য অত্যন্ত গৌরবের।

আমি একান্তভাবে বিশ্বাস করি মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার কর্মী ও অংশীজনদের সমন্বিত প্রচেষ্টায় দিবসের কর্মসূচি সফল হবে। দিবসের প্রাক্কালে মন্ত্রণালয় ও অধীনস্ত সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা, কর্মচারি, সংশ্লিষ্ট অংশীজন, বস্ত্র প্রকৌশলী, বস্ত্র উদ্যোক্তাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

লোকমান হোসেন মিয়া

বস্ত্রখাতের বিশ্বায়নে বস্ত্র অধিদপ্তর

ভূমিকা

সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনন্য উপাদান বস্ত্র। মসলিন কাপড় বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের ঐতিহ্য হলেও কালের বিবর্তনে হস্তচালিত তাঁত শিল্প সর্ববৃহৎ কুটির শিল্প হিসেবে বাংলাদেশে সমাদৃত হয়। এ শিল্পে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১৫ লক্ষ লোক নিয়োজিত রয়েছে। এসকল দেশীয় শিল্প হতে তৈরিকৃত জামদানী, দেশীয় সিল্ক কিংবা টাংগাইলের শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা ও থ্রিপিসসহ আরো অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ অবদানে বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বে এক অনন্য অবস্থান তৈরি করেছে।

তৈরি পোশাক শিল্পের উদ্ভব

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প ষাটের দশকে যাত্রা শুরু করলেও সত্তরের দশকের শেষের দিকে রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে এই শিল্পের প্রসার ঘটতে থাকে। সত্তরের দশকের শেষার্ধ থেকে মূলত একটি রপ্তানিমুখী খাত হিসেবে বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। ১৯৮১-৮২ সালে মোট রপ্তানি আয়ে বস্ত্র খাতের অবদান ছিল মাত্র ১.১%; ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তা দাঁড়িয়েছে মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪.২০%। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা ও প্রতিকূলতা থাকার পরও বাংলাদেশ এক গৌরবের অবস্থানে আসীন।

বস্ত্র অধিদপ্তর ও বস্ত্র শিল্প

দেশের সর্ববৃহৎ ও সম্ভাবনাময় এ বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ ও বিকাশের লক্ষ্যে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্র শিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) দায়িত্ব পালন করছে। বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্রখাতের স্টেকহোল্ডার এবং উদ্যোক্তাদের দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান করে থাকে। বস্ত্র শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে শিল্প উদ্যোক্তাদেরকে শিল্প স্থাপনে কারিগরি পরামর্শ ও প্রযুক্তিগত দিক নির্দেশনাসহ বস্ত্রশিল্পের পৃষ্ঠপোষকতার লক্ষ্যে যাবতীয় সেবা প্রদানে বস্ত্র অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করছে।

বস্ত্র নীতি, আইন ও বিধি

বস্ত্রখাতের সঠিক বিকাশ ও সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় নির্ধারণ করে বিভিন্ন বিষয় সুনির্দিষ্ট করে বস্ত্রনীতি-২০১৭ প্রণীত হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ বস্ত্র চাহিদা পূরণ, রপ্তানি বৃদ্ধি এবং ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশের বস্ত্র খাতকে যুগোপযোগীকরণ, আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা অর্জনের সহায়তাকরণ, টেকসই উন্নয়ন, বিনিয়োগ আকৃষ্টকরণ, আধুনিকায়ন, সমন্বয় ও মান নিয়ন্ত্রণ, বস্ত্রশিক্ষা ক্ষেত্রে চাহিদা ভিত্তিক কারিক্যুলাম প্রণয়ন, গবেষণা, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যাবলি সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত বস্ত্র আইন, ২০১৮ প্রণয়ন এবং বায়িং হাউজ নিবন্ধনের প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে। এছাড়া বস্ত্র আইন, ২০১৮ অনুযায়ী সেবা সহজীকরণের লক্ষ্যে বস্ত্র (শিল্প নিবন্ধন) বিধি, বস্ত্র (শিল্প ওয়ানস্টপ সার্ভিস) বিধি এবং বস্ত্র (প্রণোদনা ও পুরস্কার) বিধি প্রণয়নের কাজও শুরু করা হয়েছে।

পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র অধিদপ্তর:
বস্ত্রখাতের পোষক কর্তৃপক্ষের (Sponsoring Authority) সেবাসূহ:

- বস্ত্রশিল্পের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের নামে নথি খোলা এবং অনাপত্তি প্রদান;
- বস্ত্রশিল্পের প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান নিবন্ধন ও নবায়ন এবং নিবন্ধন সংশোধন (যেকোন অনুচ্ছেদ);
- বায়িং হাউজ নিবন্ধন ও নবায়ন;
- ১ম, ২য় এবং ৩য় এডহক ইমপোর্ট রেজিষ্টেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি) জারীর সুপারিশ;
- ইমপোর্ট রেজিষ্টেশন সার্টিফিকেট (আইআরসি) নিয়মিতকরণের সুপারিশ;
- আমদানীকৃত মেশিনারিজ ছাড়করণের সুপারিশ;
- মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে ইমপোর্ট পারমিট (আইপি) জারীর সুপারিশ;
- কাঁচামাল আমদানির লক্ষ্যে ইউটিলাইজেশন পারমিট (ইউপি) জারীর সুপারিশ;
- কারখানার মালিকানা পরিবর্তন/সংশোধন; ঠিকানা সাময়িক/ স্থায়ী পরিবর্তন;
- বিনিয়োগ সংক্রান্ত সংশোধন;
- বিদেশী নাগরিকদের ই-ভিসা/ওয়ার্ক পারমিট এর সুপারিশ;
- বিদেশী উদ্যোক্তাদের প্রাইভেট ইনভেস্টর (পিআই) ভিসা ও ওয়ার্ক পারমিট এর সুপারিশ;
- ডেফার্ড পেমেন্ট এর সুপারিশ এবং বৈদেশিক ঋণের অনাপত্তি;
- কম্পোজিট সার্টিফিকেট এর জন্য প্রত্যয়ন;
- বন্ড লাইসেন্সে এইচএস কোড সংযোজন;
- ইমপোর্ট রেজিষ্টেশন সার্টিফিকেট (আইআরসিতে) আমদানি স্বত্ত্ব বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ।

পোষক কর্তৃপক্ষের সেবা প্রাপ্তির প্রক্রিয়া

বস্ত্র শিল্পের উদ্যোক্তাকে নিজ প্রতিষ্ঠানের প্যাডে এবং নির্ধারিত ছকের তথ্যসহ জাতীয় পরিচয় পত্র, ট্রেড লাইসেন্স, আয়কর সনদ, সংশ্লিষ্ট ব্যাবসায়িক সংগঠনের সনদ, প্রযোজ্য ফি ইত্যাদিসহ বস্ত্র অধিদপ্তরের "ওয়ান স্টপ সার্ভিস সেন্টার" অথবা অনলাইনে আবেদন জমা দিতে হয়। প্রযোজ্য ক্ষত্রে স্থানীয় পরিদর্শন প্রতিবেদন ও দখিলকৃত দলিল পত্র যাচাই করে নাগরিক সনদে নির্ধারিত সময়ে প্রত্যাশিত সেবা প্রদান করা হয়।

সেবামূল্য ও প্রদত্ত সেবা

পোষক কর্তৃপক্ষের সেবা প্রাপ্তির জন্য ট্রেজারি চালানে (কোড নং- ১-৪১৩১-০০০১-১৮১৬) সরকারি কোষাগারে সেবামূল্য পরিশোধ করতে হয়। বস্ত্র শিল্পকারখানার নিবন্ধন ফি প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগের উপর নির্ভর করে, যেমন-দশ কোটি টাকা বিনিয়োগ পর্যন্ত ফি ৫০০০/-, পচিশ কোটি টাকা পর্যন্ত ১০,০০০/, পঞ্চাশ কোটি টাকা পর্যন্ত ২৫,০০০/, একশত কোটি পর্যন্ত ৫০,০০০/ এবং একশত কোটির অধিক হলে ১,০০,০০০/- ফি জমা দিতে হয়। বায়িং হাউজের নিবন্ধন ফি ২০,০০০/, নবায়ন ফি ৫,০০০/-। অন্যান্য যেকোন সেবা ফি ১,০০০/। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বস্ত্র অধিদপ্তর বস্ত্রখাত সংশ্লিষ্ট ৭১৩৮ টি সেবা দিয়েছে; ক্রমপুঞ্জিভূত প্রদত্ত সেবার সংখ্যা ৩৪,৬৯৭ টি।

টেক্সটাইল শিক্ষায় বস্ত্র অধিদপ্তর

বস্ত্র প্রযুক্তি শিক্ষা কার্যক্রমে বস্ত্র অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বর্তমানে ৭টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৭টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউট এবং ৪২টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত ২১৫৫ জন বিএসসি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ৯৮৫৪ জন ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ৩৫২৩৩ জন টেক্সটাইল ভোকেশনাল এস এস সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। এছাড়াও বর্তমানে বস্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে ১৫ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রপ্তানি ক্ষেত্রে অগ্রগতি

বর্তমানে বস্ত্র শিল্প বাংলাদেশের একটি প্রধান ও দ্রুত বর্ধনশীল খাত। দেশের সর্ব বৃহৎ শ্রমঘন সেক্টর বস্ত্রশিল্প খাতে প্রায় ৫.০ মিলিয়ন জনবল সরাসরি যুক্ত রয়েছে (তৈরি পোশাক সহ) যা দেশের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও রূপকল্প, ২০২১ এর সাথে সম্পৃক্ত। বর্তমানে দেশে ৮২০১ টি তৈরি পোশাক ও বস্ত্র শিল্প কারখানা রয়েছে। এসকল শিল্পকারখানার ক্রমবর্ধমান বিকাশে বস্ত্র অধিদপ্তর দায়িত্বশীলভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের সিংহভাগ তৈরি পোশাক খাত হতে অর্জিত হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এ খাতে মোট রপ্তানি আয় হয়েছে ৩৪.১৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ১১.৪৯% বেশি এবং দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪.২০%। ২০০৯-১০ অর্থবছরে তৈরি পোশাকখাতে রপ্তানি ছিল ১২.৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ।

অর্থ বছর	তৈরী পোশাক খাতে রপ্তানী (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	মোট রপ্তানী (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)	প্রবৃদ্ধি	হার
২০০৯-১০	১২.৫০	১৬.২০	১.২১	৭৭.১২%
২০১০-১১	১৭.৯১	২২.৯২	৪৩.৩৫	৭৮.১৫%
২০১১-১২	১৯.০৯	২৪.৩০	১২.৭১	৭৮.৫৬%
২০১২-১৩	২১.৫২	২৭.০৩	১২.৭১	৭৯.৭০%
২০১৩-১৪	২৪.৫০	৩০.১৮	১৩.৮৩	৮১.১৬%
২০১৪-১৫	২৬.৩০	৩১.২২	৭.৩৫	৮৪.২৪%
২০১৫-১৬	২৮.২২	৩৩.৫০	৭.৩০	৮৪.২৩%
২০১৬-১৭	২৯.২৬	৩৪.৮৫	৪.০৩	৮৩.৯৫%
২০১৭-১৮	৩০.৬১৫	৩৬.৬৬৮	৪.৬৩	৮৩.৪৯%
২০১৮-১৯	৩৪.১৩৩	৪০.৫৩৫	১১.৪৯	৮৪.২০%

সূত্রঃ ইপিবি (এক্সপোর্ট প্রমোশন ব্যুরো)

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

দেশব্যাপী ৪ ডিসেম্বর প্রথমবারের মত ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এই উপলক্ষে ক্রোড়পত্র ও স্মরণিকা প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এ দিবসটির প্রতিপাদ্য ‘বস্ত্র খাতের বিশ্বায়ন-টেকসই উন্নয়ন’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্যে তৃতীয় শিল্প বিপ্লবের কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশীয় কাঁচামাল ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রমঘন শিল্পায়নের মাধ্যমে দেশকে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করা। তিনি পরিত্যক্ত কল কারখানা জাতীয়করণ করে অর্থনীতিকে শক্তিশালী এবং শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছিলেন। ফলে বস্ত্রশিল্পে অধিকতর উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটে এবং শ্রমিক-কর্মচারিদের চাকুরি নিশ্চিত হওয়ার মাধ্যমে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটে।

বর্তমানে বস্ত্রখাত দেশের বৃহত্তম বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী খাত। বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার এ খাতের সার্বিক উন্নয়নে ‘বস্ত্রনীতি ২০১৭’ ও ‘বস্ত্র আইন, ২০১৮’ প্রণয়ন করেছে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বস্ত্র পরিদপ্তরকে বস্ত্র অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। বস্ত্র শিক্ষার প্রসারের জন্য বেশ কয়েকটি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আরও নতুন নতুন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট, টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট এবং তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হচ্ছে। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুসারে দেশের বস্ত্রশিল্প খাতকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান ও বস্ত্রশিক্ষার বিস্তারে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়কে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রযাত্রায় বস্ত্রশিল্প খাত সংশ্লিষ্ট সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও অংশীজনেরা পারস্পারিক সুসম্পর্ক বজায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ অবদান নিশ্চিত করার পাশাপাশি এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণে কার্যকরি ভূমিকা রাখবে।

আমি ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯’ উপলক্ষে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।’

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

সভাপতি
বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
০৪ ডিসেম্বর ২০১৯

বাণী

প্রথমবারের মতো ৪ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ জাতীয় বস্ত্র দিবস উপলক্ষে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন সকল দপ্তর ও সংস্থা, বস্ত্রশিল্প উদ্যোক্তা, বস্ত্র গবেষক, বস্ত্র প্রকৌশলী এবং শুভানুধ্যায়ীসহ সকলকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বস্ত্রশিল্প দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশ বর্তমান দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। ১ম স্থান অর্জনের জন্য আমাদেরকে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারে তৈরি পোশাক ও বস্ত্রশিল্প খাতকে আরো শক্তিশালী, নিরাপদ ও প্রতিযোগিতা সক্ষম করে গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে। সরকারের এই লক্ষ্য অর্জনে বস্ত্রখাতের প্রসার ও বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্টের জন্য পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বস্ত্র অধিদপ্তর কাজ করছে।

বস্ত্রশিল্পের পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় তথা বস্ত্র অধিদপ্তর তৈরি পোশাক শিল্পের উন্নতির জন্য যাবতীয় সেবা প্রদান করছে। এ শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশে অংশীজনদের বস্ত্র সংশ্লিষ্ট শিল্প কারখানা স্থাপনে রেজিস্ট্রেশন, আইআরসি, মেশিন ছাড়করণসহ বিভিন্ন ধরনের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। মহান জাতীয় সংসদে ০১ অক্টোবর, ২০১৮ তারিখে বস্ত্র আইন, ২০১৮ পাশ হয়েছে। উক্ত আইনের আওতায় সরকার বায়িং হাউজের বিষয়ে ০১ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ প্রজ্ঞাপন জারী করেছে। বায়িং হাউজের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী বস্ত্র অধিদপ্তর ইতোমধ্যে বায়িং হাউজ নিবন্ধনের কার্যক্রম শুরু করেছে এবং উদ্যোক্তাদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া হচ্ছে। বস্ত্র আইন, ২০১৮ বস্ত্রশিল্প সুরক্ষায় কার্যকর ভূমিকা রাখবে। দেশের বস্ত্র খাতকে আরো প্রতিযোগিতা সক্ষম ও দক্ষভাবে গড়ে তোলার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় সব ধরণের সেবা দিতে প্রস্তুত। বস্ত্র শিক্ষার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হলে শিক্ষার্থীগণ প্রশিক্ষণ নিয়ে দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারবে। এতে একদিকে বস্ত্রখাতে দক্ষ জনবলে ঘাটতি পূরণ হবে, অপরদিকে বিদেশ থেকে দক্ষ জনবল আনার প্রবণতা হ্রাস পাবে।

সরকার জাতি উন্নয়নে বস্ত্রশিল্পকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে, অধীনস্থ দপ্তর ও সংস্থাগুলোকে সক্রিয় করেছে এবং বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করেছে। সরকারের গৃহীত উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন নব উদ্যোমে এগিয়ে নিতে সংসদীয় কমিটির সকল ধরনের পরামর্শ ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

জাতীয় বস্ত্র দিবস-২০১৯ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মির্জা আজম এম.পি

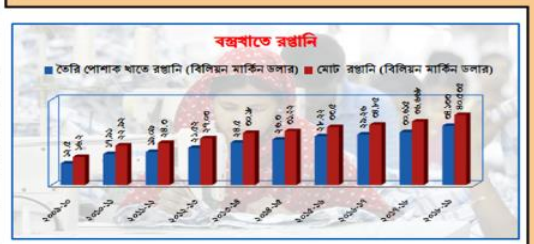

বস্ত্রশিল্পে টেকসই উন্নয়ন ও এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য অন্যান্য শিল্পের মতো বস্ত্রশিল্পকে আরও জনপ্রিয় ও গতিশীল করতে এবং এ খাতের অগ্রযাত্রায় জড়িত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে সরকার ৪ ডিসেম্বরকে ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ ঘোষণা করেছে। সময়োপযোগী এ উদ্যোগ সফল করার জন্য বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বস্ত্র শিল্পের সকল অংশীজনের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রশংসার দাবিদার। সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতায় ১ম ‘জাতীয় বস্ত্র দিবস’ সাফল্যমন্ডিত হোক এবং এর প্রভাব বস্ত্রখাতে বর্ষিত হয়ে বস্ত্র শিল্পের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশজ প্রবৃদ্ধিতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখবে পোষক কর্তৃপক্ষ হিসেবে এটাই প্রত্যাশা।

দিলীপ কুমার সাহা
মহাপরিচালক
(অতিরিক্ত সচিব)
বস্ত্র অধিদপ্তর